যুগান্তর

তারিখ ...31 OCT 2015...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...2...

এমপিওভুক্তির দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আমরণ অনশনে শিক্ষকরা
যুগান্তর

এমপিও দাবিতে শিক্ষকদের আমরণ অনশন

প্রথম দিনে অসুস্থ ১৫

যুগান্তর রিপোর্ট

এমপিওভুক্তির দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে আমরণ অনশন কর্মসূচি শুরু করেছেন নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা। নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ফেডারেশন এ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে। প্রথম দিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত ১৫ জন শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়েন।

এতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্কুল, মাদ্রাসা, কারিগরি প্রতিষ্ঠান ও কলেজের কয়েকশ' শিক্ষক যোগ দেন। তাদের সঙ্গে অনেক নারী শিক্ষকও আছেন। অনশনকারীরা 'আমরণ অনশন' লেখা সাদা টি-শার্ট পরে আছেন। এছাড়া অনেকে মোটা কাগজে বিভিন্ন স্লোগান লিখে তা টি-শার্টের ওপর পরে আছেন। দু'-চারজন নিজের শরীরেই বিভিন্ন স্লোগান লিখে বসে আছেন। বুকে-পিঠে স্লোগান লেখা শিক্ষকদের একজন অমল কান্তি দে। চট্টগ্রামের এ শিক্ষক তার বুকে লিখে রেখেছেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এমপিও দিয়ে জীবন বাঁচান।' কর্মসূচিকালে শিক্ষক নেতারা জানিয়েছেন, এমপিওর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ঘোষণা ও পদক্ষেপ না নেয়া পর্যন্ত তারা এ কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে মারা যাবেন, তবু প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে তারা সরবেন না। এ সংগঠনের সভাপতি এশারত আলী যুগান্তরকে বলেন, '৫ দিন ধরে শিক্ষকরা আন্দোলন করছেন। অনশনের প্রথমদিনই ১৫ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বিকাল ৫টার পর থেকে অসুস্থদের চিকিৎসা দেয়া শুরু হয়েছে।'

উত্তম কুমার নামে আরেক শিক্ষক বলেন, 'এমপিও না দিলে আমরা এবার ঘরে ফিরব না।' শফিকুল ইসলাম বলেন, 'এমপিও ছাড়া ১৫ বছর চাকরি করছি। আর পারছি না।' শরীফুল ইসলাম বলেন, 'স্ত্রী-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছি।' মাগুরার শিক্ষিকা দেলোয়ারা বেগম বলেন, 'বাড়ি ফিরে না খেয়ে থাকতে হবে।' যশোরের রহিমা বেগম বলেন, 'দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আমরণ অনশন কর্মসূচি চলবে।' আর বরিশালের রুনা খানম বলেন, 'মরে যাব, তবু দাবি আদায় না করে ফিরব না।'

অনশনকারীদের নেতা এশারত আলী বলেন, 'শিক্ষামন্ত্রী বারবারই বলেছেন এমপিও খাতে বরাদ্দ কম। তাই আমরা মনে করি এ সমস্যার সমাধানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ লাগবে। এ কারণে আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকে তাকিয়ে আছি। হয় তিনি আমাদের ডেকে নিয়ে কথা বলবেন। নতুবা তার প্রতিনিধি শিক্ষকদের আশ্বাস দেবেন। দাবি পূরণে প্রধানমন্ত্রীর কোনো ঘোষণা ছাড়া আমরা অনশন ভাঙব না।' তিনি আরও বলেন, সারা দেশে এমপিওবিহীন প্রতিষ্ঠান আছে প্রায় ৮ হাজার। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী ১০-১৫ বছর ধরে বিনা বেতনে চাকরি করে আসছেন। বিগত ৫ বছর ধরে আমরা এমপিওর দাবিতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করছি। এর আগে যতবারই আন্দোলন করেছি, ততবারই আশ্বাস নিয়ে ফিরেছি। কিন্তু বাস্তবায়ন পাইনি।